

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p style="text-align: center;">বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)</p> <p style="text-align: center;">উপস্থিতঃ বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল ফৌজদারী আপীল নং ১৩৪৫০/২০১৭ হাজী নাসির উদ্দিন</p> <p style="text-align: right;">---- অভিযোগকারী-আপীলকারী।</p> <p style="text-align: center;">-বনাম-</p> <p>রাষ্ট্র ও অন্য</p> <p style="text-align: right;">---- প্রতিপক্ষদ্বয়</p> <p>এ্যাডভোকেট সৈয়দ মোহাম্মদ জাবেদ পারভেজ</p> <p style="text-align: right;">---- অভিযোগকারী-আপীলকারী পক্ষে।</p> <p>এ্যাডভোকেট মোঃ ইদ্রিস আলী শিকদার</p> <p style="text-align: right;">---- ২ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।</p> <p>এ্যাডভোকেট মোঃ নূরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে</p> <p>এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল</p> <p>এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল</p> <p style="text-align: right;">---- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।</p> <p style="text-align: center;">শুনানী তারিখঃ ২৭.০৮.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৮.১০.২০২৩,</p> <p>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</p> <p>বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং-৩৩৪২/২০১৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.১০.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশে অভিযুক্ত মোঃ হাসান এর বিরুদ্ধে আনীত The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগে প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণ করতে না পারায় তাকে উক্ত ধারার অভিযোগের দায় হতে খালাস প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।</p> <p>আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সৈয়দ মোহাম্মদ জাবেদ পারভেজ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ইদ্রিস আলী শিকদার ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।</p> <p>অত্র আপীল দরখাস্ত এবং নথি পর্যালোচনা করা হল। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সৈয়দ মোহাম্মদ জাবেদ পারভেজ এবং ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ইদ্রিস আলী শিকদার এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p style="text-align: center;">গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা</p> <p style="text-align: center;">কর্তৃক মোট্রো দায়রা মামলা নং-৩৩৪২/২০১৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী</p> <p style="text-align: center;">০৯.১০.২০১৭ তারিখের রায় ও দন্ডদেশ নিয়ে অবিকল অনুলিখন হলোঃ</p> <p style="text-align: center;">“ইহা <i>The Negotiable Instruments Act, ১৯৮১</i> এর ১৩৮ ধরার বিধান মতে দায়েরকৃত একটি দায়রা মামলা। এই মামলায় অভিযোগকারী পক্ষের অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিম্নরূপঃ</p> <p>অভিযুক্ত আসামী, অভিযোগকারীর পাওনা টাকা পরিশোধের নিমিত্তে গত ১২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংক আল-ফালাহ লিঃ এ থাকা তাহার নামীয় চলতি হিসাব নং- ০৭০৫০১৭০০৫৬৪ এর বিপরীতে ১,০০,০০০/= টাকার একটি চেক প্রদান করেন। উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা করিলে অপরিপূর্ণ তহবিলের কারণে বিগত ১৭/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ডিজঅনার হয়। এর পর অভিযোগকারী উক্ত চেকের টাকা দাবি করিয়া বিগত ২০/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আসামীকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও আসামী অভিযোগকারীর টাকা পরিশোধ না করায় ১২/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এই মামলা দায়ের করা হয়।</p> <p>অভিযোগকারী হাজী নাসির উদ্দিন <i>The Negotiable Instruments Act, 1881</i> এর ১৩৮ ধারায় বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সি,আর, ৫৯৬/২০১৫ নং মামলা দায়ের করিলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা মামলাটি বিচারের জন্য অত্র আদালতে প্রেরণ করিলে বিগত ১১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে <i>The Negotiable Instruments Act, 1881</i> এর ১৩৮ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। গঠিত অভিযোগ পাঠ করিয়া শুনানো ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবি করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।</p> <p>প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে এই মামলায় ০১ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করা হয়। আসামী জামিনে গিয়া পলাতক থাকায় উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপনান্তে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবি করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে বলিয়া জানায় এবং পরবর্তীতে আসামী নিজে ডি, ডব্লিউ- ১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করে।</p> <p style="text-align: center;">বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ</p> <p>১। অভিযুক্ত আসামী বিগত ১২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১,০০,০০০/-</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>টাকার তর্কিত চেকটি অভিযোগকারী বরাবর প্রদান করিয়াছে কি না এবং উহা বিগত ১৭/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অপরিপাট তহবিল মন্তব্যে প্রত্যাখ্যাত হয় কি না?</p> <p>২। অভিযোগকারী পক্ষ হইতে <i>The Negotiable Instruments Act, 1881</i> এর ১৩৮ ধারার বিধি বিধান পালন পূর্বক মামলাটি দায়ের করিয়াছে কি না?</p> <p>৩। প্রসিকিউশন পক্ষ অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দোহাতীত ভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছে কি না?</p> <p style="text-align: center;"><u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u></p> <p><u>বিবেচ্য বিষয় নং-১-৪ঃ</u></p> <p>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে বিবেচ্য বিষয় সমূহ একত্রে লওয়া হইল।</p> <p>অভিযোগকারী হাজী মোঃ নাসির উদ্দিন পি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে তাহার জবানবন্দিতে বলেন, আসামী হাসান পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য গত ১২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একটি চেক দেয়। উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য ব্যাংকে জমা দিলে অপরিপাট স্থিতি হেতুতে ডিজঅনার হয়। তিনি ২০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ দিয়াছেন। তারপরও আসামী টাকা পরিশোধ না করায় মামলা করিয়াছেন। তিনি নালিশী দরখাস্তও উহার প্রতি পাতায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১ সিরিজ, নালিশী চেক প্রদর্শনী-২, ডিজঅনার স্লিপ প্রদর্শনী-৩ এবং লিগ্যাল নোটিশের কপি, ডাক রশিদ, এডি প্রদর্শনী-৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আসামী জামিনে গিয়া পলাতক থাকায় এই সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।</p> <p>পরবর্তীতে আসামী হাসান স্বয়ং ডি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে সাফাই সাক্ষী দেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন, পরবর্তীতে এজাহারকারী নাসির উদ্দিন থেকে সুদে ২০,০০০/- টাকা ধার নেন। ০৬ মাস পর মূল টাকা ফেরৎ চায়। ০৬ মাস পর্যন্ত লাভের অংশ দিয়াছেন। মূল টাকা ফেরৎ চাইলে গত ০১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তিনি চেক দিয়াছেন। এর ২/২^১ মাস পর টাকা ফেরৎ দিয়াছেন। কিন্তু তারপরও বাদী অত্র মামলা করিয়াছে। জেরায় তিনি বলেন, সুদে ২০,০০০/- টাকা নেওয়ার কোন ডকুমেন্ট নাই লিগ্যাল নোটিশের জবাবে তিনি এই কথা বলেন নাই। বাদীকে তিনি ০১ লক্ষ টাকার চেক দিয়াছেন এবং বাদী সঠিক মামলা করিয়াছে, এমন সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।</p> <p>উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনা দেখা যায়, অভিযোগ মতে বাদী, আসামীকে ০৫ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন যাহা লভ্যাংশ সহ আসল টাকা ফেরত</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ		
		<p>দেওয়ার কথা। আসামী ধীরে ধীরে মাসে মাসে টাকা পরিশোধ করিবে বলিয়া বাদীকে রাজী করায়। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, টাকা ধার দিলেও লভ্যাংশ ফেরৎ দেওয়ার কথা অভিযোগে উল্লেখ করিয়াছেন। লভ্যাংশের বিষয়টি মূলতঃ ব্যবসার ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। কিন্তু অভিযোগ মতে বাদীর কোন যৌথ ব্যবসা নাই। কাজেই বাদীর দাবির সমর্থনে কোন সাক্ষী না থাকায় আসামী, বাদীর কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়াছিলেন এই বিষয়টি অভিযোগের বর্ণনা দ্বারাও প্রমানিত হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আসামীকে খালাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইল।</p> <p>সুতরাং,</p> <p style="text-align: center;">আদেশ</p> <p>আসামী মোঃ হাসান এর বিরুদ্ধে আনীত <i>The Negotiable Instruments Act, 1881</i> এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আসামীকে উক্ত ধারার অভিযোগের দায় হইতে বেকসুর খালাস প্রদান করা হইল।</p> <p>আসামীর জামিনদারগণকে তাহাদের স্ব স্ব জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।</p> <p>আমার কথিত মতে কম্পোজকৃত ও সংশোধিত,</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> স্বাঃ/- মোঃ হাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ ম আদালত, ঢাকা। </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> স্বাঃ/- মোঃ হাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ ম আদালত, ঢাকা। ৯/১০/২০১৭” </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ৪৩</p> <p>নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ</p> <p>“43. <i>Negotiable instrument made, etc., without consideration-</i> A negotiable instrument made, drawn, accepted, indorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. But if any such party has transferred the instrument with or without indorsement to a holder for consideration, such holder, and every subsequent holder deriving title from him, may recover the amount due on such</p>	স্বাঃ/- মোঃ হাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ ম আদালত, ঢাকা।	স্বাঃ/- মোঃ হাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ ম আদালত, ঢাকা। ৯/১০/২০১৭”
স্বাঃ/- মোঃ হাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ ম আদালত, ঢাকা।	স্বাঃ/- মোঃ হাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ ম আদালত, ঢাকা। ৯/১০/২০১৭”			

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p><i>instrument from the transferor for consideration or any prior party thereto.</i></p> <p><i>Exception I- No party for whose accommodation a negotiable instrument has been made, drawn, accepted or indorsed can, if he have paid the amount thereof, recover thereon such amount from any person who became a party to such instrument for his accommodation.</i></p> <p><i>Exception II- No party to the instrument who has induced any other party to make, draw, accept, indorse or transfer the same to him for a consideration which he has failed to pay or perform in full shall recover thereon an amount exceeding the value of the consideration (if any) which he has actually paid or performed.”</i></p> <p>উপরিলিখিত ধারা ৪৩ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, পণ তথা বিনিময় (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা। তথা এরূপ চেক দিয়ে <i>The Negotiable Instrument Act, 1881</i> এর ১৩৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করা যায়না।</p> <p>গুরুত্বপূর্ণ বিধায় <i>The Negotiable Instrument Act, 1881</i> ধারা ১১৮ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ</p> <p><i>“118. Presumptions as to negotiable instruments of consideration- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:</i></p> <p><i>(a) That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.</i></p> <p><i>as to date;</i></p> <p><i>(b) that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;</i></p>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p><i>as to time of acceptance;</i></p> <p>(c) <i>That every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;</i></p> <p><i>as to time of transfer;</i></p> <p>(d) <i>that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;</i></p> <p><i>as to order of indorsement;</i></p> <p>(e) <i>that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;</i></p> <p><i>as to stamp;</i></p> <p>(f) <i>that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;</i></p> <p>(g) <i>that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of providing that the holder is a holder in due course lies upon him. ”</i></p> <p>“১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীন ধারক;।-</p> <p>ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-</p> <p>(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;</p> <p>(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উলি- খিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;</p> <p>(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উলি- খিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;</p> <p>(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;</p> <p>(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;</p> <p>(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীন ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (<i>Fraudulently</i>) অর্জিত হইবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথাবিহীন ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।”</p> <p>উপরিলিখিত ধারা সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক, পণের (<i>consideration</i>) বিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট। <i>The Negotiable Instrument Act, 1881</i> এর ধারা ১১৮ মোতাবেক পণের প্রতিদানের বিনিময় ছাড়া (<i>without consideration</i>) কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক আইনের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক হিসেবে গণ্য হবে না।</p> <p>এককথায় কোন চেক, চেক প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হলেও সেই চেকটি চেক হিসেবে গণ্য করা হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই চেকটি প্রদানের বিনিময়ে চেক প্রদানকারী পণ বা বিনিময় বা প্রতিদান হিসেবে কোন কিছু প্রাপ্ত না হন।</p> <p>মোহাম্মদ আলী বনাম রাষ্ট্র এবং অন্য [(2022) 26 ALR (HCD) 209] মোকদ্দমায় অত্র বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,</p> <p>“প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় প্রস্তুত বা আদিষ্ট।”</p> <p>অভিযোগকারী তার অভিযোগের দরখাস্তে এবং পি, ডব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষ্য বলেন যে, আসামী টাকা ধার/হাওলাত নেয়। ধার /হাওলাতের টাকা পরিশোধের জন্য তর্কিত চেকটি প্রদান করেন।</p> <p>ধারের টাকার বিনিময়ে গৃহীত চেক পণ (<i>consideration</i>) নয়। ধারা ৪৩ মোতাবেক পণ (<i>consideration</i>) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (<i>endorsement</i>) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা।</p> <p>বর্তমান মোকদ্দমায় আসামী কোন পণের বিনিময়ে চেকটি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন নাই। ফলে পণ বা বিনিময় ছাড়া চেকটি প্রদত্ত হওয়ায় এটি আইনত “চেক” তথা “বিনিময়যোগ্য দলিল” নয়। আপীলটি</p>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>না-মঞ্জুরযোগ্য।</p> <p>অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হল।</p> <p>বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং-৩৩৪২/২০১৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.১০.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল।</p> <p>অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।</p> <p style="text-align: right;">(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)</p>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
-----------	-------	------------